কলকাতা

NEWS18 PAPER

VOL. 2026 NO. 153 | WED, SEP 16, 2026

PRICE ₹ ~~3.00~~ FREE

সাবস্ক্রাইব করুন | আমাদের ফলো করুন

আজকের শিরোনাম | একনজরে সব খবর

শিল্প-বাণিজ্যে গতি আনতে আকাশপথে ডাবল এঞ্জিনের উড়ান, কেন্দ্রের ‘উড়ান প্রকল্পে’ রাজ্যে ৪ বিমানবন্দর নিয়ে বড় পদক্ষেপ

রাজ্যের চারটি বিমানবন্দর—পুরুলিয়ার ছররা, পশ্চিম মেদিনীপুরের কলাইকুন্ডা, আলিপুরদুয়ারের হাসিমারা ও দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট—নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ২৩ সেপ্টেম্বর সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর হবে। এই উদ্যোগে বিমান যোগাযোগের পরিকাঠামো উন্নত হবে, শিল্প, বিনিয়োগ, পর্যটন ও আঞ্চলিক অর্থনীতিতে গতি আসবে। কেন্দ্রের ‘উড়ান’ প্রকল্পে এই বিমানবন্দরগুলি অন্তর্ভুক্ত হবে, ফলে যাত্রী পরিবহণ ও ব্যবসায়িক সুযোগ বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।... আরও পড়ুন ↓

কেউ ভেবেছিলেন রাজ্য ছাড়বেন, কেউ বলছেন ‘বেঁচে গেলাম’! তোলাবাজি বন্ধে আইন আনছে রাজ্য, কী বলছেন প্রমোটার থেকে অটোচালক?

রাজ্য সরকার তোলাবাজি বন্ধ করতে নতুন আইন আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা ব্যবসায়ী, প্রমোটার ও অটোচালকদের মধ্যে স্বস্তি এনে দিয়েছে। প্রস্তাবিত আইনে তোলাবাজিকে নির্দিষ্ট অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হবে এবং দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান থাকবে। পরিবর্তনের পর তোলাবাজি ও সিন্ডিকেটের অত্যাচার অনেকটাই কমেছে বলে দাবি ভুক্তভোগীদের। নতুন আইন কার্যকর হলে পুরোপুরি মুক্তি পাওয়া যাবে বলে তাঁরা আশাবাদী। সরকার কঠোর অবস্থান বজায় রাখলে তাঁরা সরকারের পাশে থাকবেন।... আরও পড়ুন ↓

ফের উত্তপ্ত তামেংলং, তিন দিনে পরপর হামলা ! মণিপুরে মৃত বেড়ে ৬

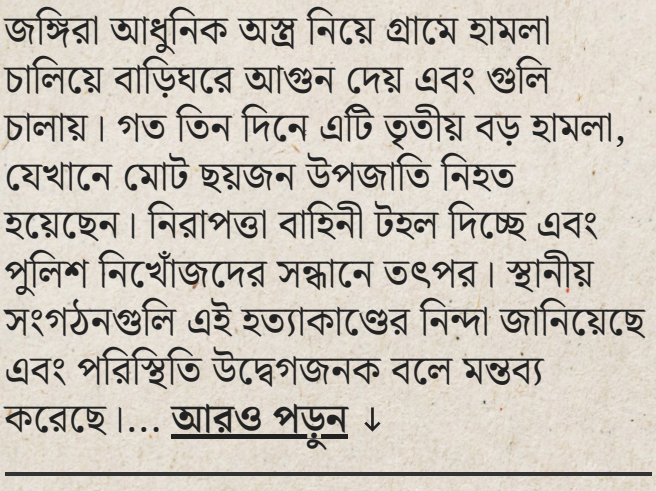

মণিপুরের বিভিন্ন জেলায় সাম্প্রতিক সশস্ত্র হামলায় অন্তত দুই কুকি-জো মহিলা নিহত ও কয়েকজন গ্রামবাসী নিখোঁজ হয়েছেন। জঙ্গিরা আধুনিক অস্ত্র নিয়ে গ্রামে হামলা চালিয়ে বাড়িঘরে আগুন দেয় এবং গুলি চালায়। গত তিন দিনে এটি তৃতীয় বড় হামলা, যেখানে মোট ছয়জন উপজাতি নিহত হয়েছেন। নিরাপত্তা বাহিনী টহল দিচ্ছে এবং পুলিশ নিখোঁজদের সন্ধানে তৎপর। স্থানীয় সংগঠনগুলি এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানিয়েছে এবং পরিস্থিতি উদ্বেগজনক বলে মন্তব্য করেছে।... আরও পড়ুন ↓

আজকের শিরোনাম | একনজরে সব খবর | ↑ শুরুতে ফিরে যান

প্রার্থী থাকলেও উপনির্বাচনে থাকবে না তৃণমূলের জোড়াফুল! প্রতীক জট নিয়ে কী বলছেন প্রাক্তন আমলা জহর সরকার?

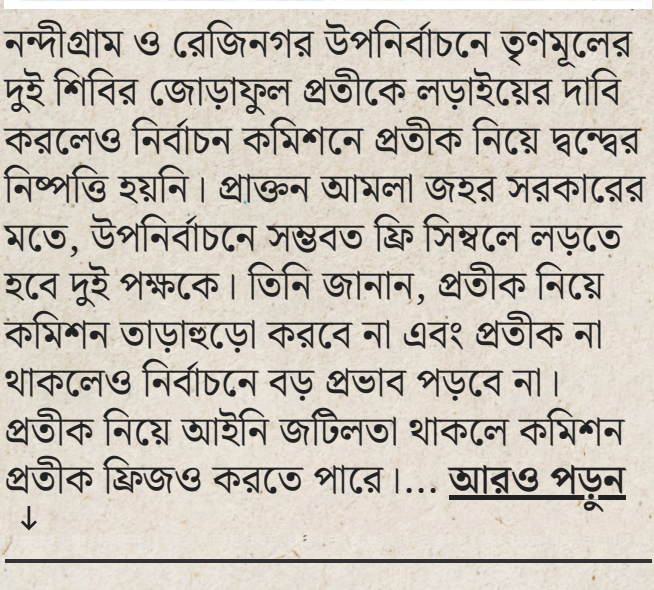

নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর উপনির্বাচনে তৃণমূলের দুই শিবির জোড়াফুল প্রতীকে লড়াইয়ের দাবি করলেও নির্বাচন কমিশনে প্রতীক নিয়ে দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি হয়নি। প্রাক্তন আমলা জহর সরকারের মতে, উপনির্বাচনে সম্ভবত ফ্রি সিম্বলে লড়তে হবে দুই পক্ষকে। তিনি জানান, প্রতীক নিয়ে কমিশন তাড়াহুড়ো করবে না এবং প্রতীক না থাকলেও নির্বাচনে বড় প্রভাব পড়বে না। প্রতীক নিয়ে আইনি জটিলতা থাকলে কমিশন প্রতীক ফ্রিজও করতে পারে।... আরও পড়ুন ↓

১ পিস মুরগির ডিমের দাম হবে ১০ টাকা? কবে হতে পারে মূল্যবৃদ্ধি, আশঙ্কায় ব্যবসায়ীরা

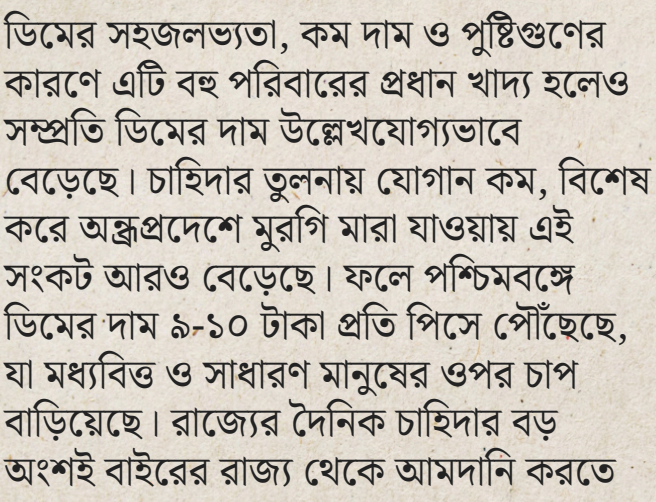

ডিমের সহজলভ্যতা, কম দাম ও পুষ্টিগুণের কারণে এটি বহু পরিবারের প্রধান খাদ্য হলেও সম্প্রতি ডিমের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। চাহিদার তুলনায় যোগান কম, বিশেষ করে অন্ধ্রপ্রদেশে মুরগি মারা যাওয়ায় এই সংকট আরও বেড়েছে। ফলে পশ্চিমবঙ্গে ডিমের দাম ৯-১০ টাকা প্রতি পিসে পৌঁছেছে, যা মধ্যবিত্ত ও সাধারণ মানুষের ওপর চাপ বাড়িয়েছে। রাজ্যের দৈনিক চাহিদার বড় অংশই বাইরের রাজ্য থেকে আমদানি করতে হচ্ছে, ফলে দাম আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে।... আরও পড়ুন ↓

আজকের শিরোনাম | একনজরে সব খবর | ↑ শুরুতে ফিরে যান

You might like...

1. ঘুম ভাঙার আগেই বাড়িতে হাজির ইডি, সাতসকালে কলকাতার ৬ জায়গায় চলছে তল্লাশি! কোন মামলায় অভিযান?
2. অস্থায়ী হোমগার্ডদের পোশাকেও পরিবর্তন, নীলের বদলে এবার গেরুয়া! পুজোর আগে বিরাট বরাত দিল কলকাতা পুলিশ
3. ‘স্বাস্থ্যসাথি’ কার্ড রেশন কার্ডের চেয়েও বেশি...? জেলায় জেলায় বিরাট অনিয়মের অভিযোগ তৃণমূল আমলে! চাঞ্চল্যকর দাবি CAG-এর!
4. ‘ভূতের মতো তাড়া করছেন’ সঞ্জুকে, খেলার সময় চারদিকে যখন আওয়াজ হয়, তখন সঞ্জুর মাথায় চলে ‘পহলে থোড়া বুরা তো লাগতা হ্যায়’
5. ক্রিকেটে এ কী করে ফেললেন শ্রেয়স আইয়ার, যা রেকর্ড করে ফেললেন ১২ ম্যাচে

আজকের লাইফ হ্যাক

সকালে অ্যালার্ম বাজার সাথে সাথে বিছানা থেকে উঠে পড়ুন, এমনকি যদি আপনি ক্লান্ত বোধ করেন। আপনার বিছানা গুছিয়ে নিন। এটি আপনার মনকে দিনের জন্য প্রস্তুত করবে এবং আপনাকে আবার ঘুমানো থেকে বিরত রাখবে।

আজকের দিনে ইতিহাসে কী কী ঘটেছিল

- 1931 সালে, মহাত্মা গান্ধী লন্ডনে দ্বিতীয় গোলটেবিল সম্মেলনে যোগ দেন। এটি ভারতের সাংবিধানিক সংস্কার নিয়ে আলোচনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত ছিল।
- 1948 সালে, ভারতীয় সেনাবাহিনী হায়দ্রাবাদকে ভারতের সাথে সংযুক্ত করার জন্য 'অপারেশন পোলো' শুরু করে। এটি হায়দ্রাবাদের নিজামের শাসন শেষ করে।
- 1987 সালে, মন্ট্রিল প্রোটোকল স্বাক্ষরিত হয়, যা ওজোন স্তর ক্ষয়কারী পদার্থগুলি কমানোর জন্য একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি। এটি পরিবেশ সুরক্ষায় একটি মাইলফলক ছিল।

একনজরে সব খবর

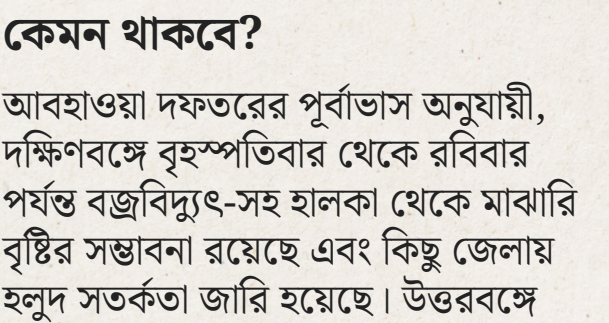

ফের দক্ষিণবঙ্গে কি বৃষ্টি বাড়বে? আগামী কয়েকদিন আবহাওয়া কেমন থাকবে?

আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দক্ষিণবঙ্গে বৃহস্পতিবার থেকে রবিবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে এবং কিছু জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি হয়েছে। উত্তরবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে, শুক্রবার থেকে বৃষ্টি কমবে। কলকাতায় তাপমাত্রা সামান্য বাড়বে, আর্দ্রতা বেশি থাকায় অস্বস্তি বাড়বে। বর্ষার বিদায় পর্ব শুরু হয়েছে, মৌসুমী অক্ষরেখার প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা উপকূলে আবহাওয়া পরিবর্তন হচ্ছে।

... আরও পড়ুন ↗

এত সহজ যে ৫ বছরের শিশুও বুঝবে!

সূর্য একটি বিশাল আগুনের বলের মতো! এর ভিতরে ছোট ছোট কণা একে অপরের সাথে ধাক্কা খায় এবং অনেক শক্তি তৈরি করে। এই শক্তিই সূর্যকে এত গরম করে তোলে এবং আমাদের পৃথিবীতে আলো ও তাপ দেয়, ঠিক যেমন একটি বড় উনুন।

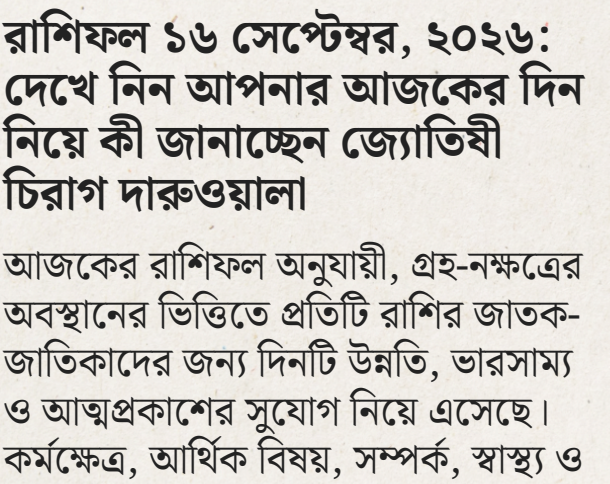

রাশিফল ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬: দেখে নিন আপনার আজকের দিন নিয়ে কী জানাচ্ছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা

আজকের রাশিফল অনুযায়ী, গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের ভিত্তিতে প্রতিটি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য দিনটি উন্নতি, ভারসাম্য ও আত্মপ্রকাশের সুযোগ নিয়ে এসেছে। কর্মক্ষেত্র, আর্থিক বিষয়, সম্পর্ক, স্বাস্থ্য ও মানসিক শান্তিতে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যাবে। মেষ, সিংহ, মিথুন ও কর্কট রাশির জন্য সম্পর্ক ও কর্মক্ষেত্রে অগ্রগতি, বৃষ ও তুলার জন্য সৃজনশীলতা ও আর্থিক সচেতনতা, কন্যা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীনের জন্য মানসিক ও পারিবারিক ভারসাম্য বজায় রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

... আরও পড়ুন ↗

আজকের শিরোনাম | একনজরে সব খবর | ↑ শুরুতে ফিরে যান

জানেন কি??

জানেন কি, ভারতের মেঘালয়ের মৌসিনরাম বিশ্বের সবচেয়ে আর্দ্র স্থান? এখানে বছরে গড়ে প্রায় 11,872 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়, যা অবিশ্বাস্য!

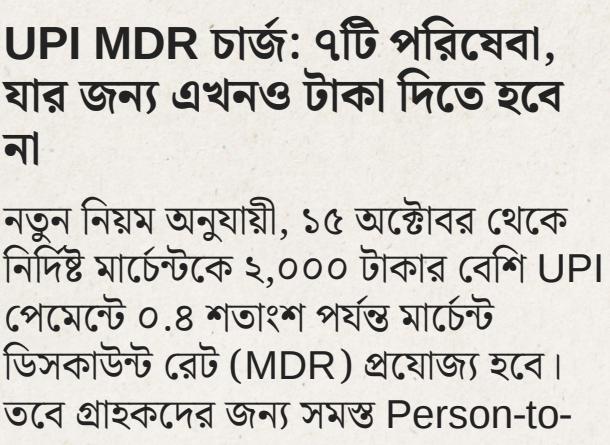

UPI MDR চার্জ: ৭টি পরিষেবা, যার জন্য এখনও টাকা দিতে হবে না

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, ১৫ অক্টোবর থেকে নির্দিষ্ট মার্চেন্টকে ২,০০০ টাকার বেশি UPI পেমেন্টে ০.৪ শতাংশ পর্যন্ত মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট (MDR) প্রযোজ্য হবে। তবে গ্রাহকদের জন্য সমস্ত Person-to-Person (P2P) লেনদেন এবং ২,০০০ টাকার কম মার্চেন্ট পেমেন্ট বিনামূল্যে থাকবে। ছোট ব্যবসায়ী ও হকাররা আগের মতোই Zero-MDR সুবিধা পাবেন। সরকারের দাবি, প্রায় ৯৬ শতাংশ মার্চেন্ট লেনদেন এই পরিবর্তনে প্রভাবিত হবে না। গ্রাহকদের কোনও অতিরিক্ত চার্জ দিতে হবে না।

... আরও পড়ুন ↗

আজকের মিম

যখন আপনার বস বলে 'একটু কাজ আছে', আর আপনি জানেন এটা সারা দিনের কাজ।

পাড়ার মুদি দোকান থেকে পেট্রোল পাম্পে তেল ভরানো, UPI-এ দাম মেটালে কি খরচ বাড়বে? জানুন সত্যিটা

আগামী ১৫ অক্টোবর থেকে ২০০০ টাকার বেশি ইউপিআই লেনদেনে ব্যবসায়ীদের থেকে সর্বোচ্চ ০.৪ শতাংশ বা ৩০০ টাকা পর্যন্ত চার্জ কাটা হবে, তবে রেল, টেলিকম, পেট্রোল পাম্প, বিমা ও কৃষি পণ্যে লেনদেনে এই চার্জ লেনদেন পিছু ৫ টাকায় সীমাবদ্ধ থাকবে। সাধারণ গ্রাহকদের কোনও অতিরিক্ত চার্জ দিতে হবে না এবং ছোট ব্যবসায়ীদেরও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চার্জ প্রযোজ্য হবে না। ব্যক্তিগত ইউপিআই লেনদেন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে থাকবে।

... আরও পড়ুন ↗

যে ৫ কাজ আজই করতে পারেন

1. সকালে উঠে এক গ্লাস জল পান করুন এবং কিছু হালকা ব্যায়াম করুন।
2. আপনার দিনের প্রধান তিনটি কাজ চিহ্নিত করুন এবং সেগুলিকে অগ্রাধিকার দিন।
3. পরিবারের সদস্যদের সাথে কিছুক্ষণ সময় কাটান এবং তাদের সাথে কথা বলুন।
4. আজকের দিনের জন্য একটি নতুন কিছু শিখুন, হতে পারে একটি নতুন শব্দ বা একটি মজার তথ্য।
5. রাতে ঘুমানোর আগে আপনার ফোন থেকে দূরে থাকুন এবং একটি বই পড়ুন।

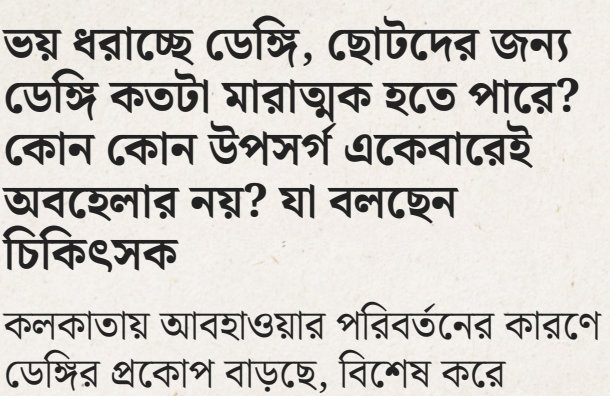

ভয় ধরাচ্ছে ডেঙ্গি, ছোটদের জন্য ডেঙ্গি কতটা মারাত্মক হতে পারে? কোন কোন উপসর্গ একেবারেই অবহেলার নয়? যা বলছেন চিকিৎসক

কলকাতায় আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে ডেঙ্গির প্রকোপ বাড়ছে, বিশেষ করে শিশুদের জন্য এটি মারাত্মক হতে পারে। ডেঙ্গির লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে ক্রমাগত বমি, পেটে ব্যথা, রক্তপাত, শ্বাসকষ্ট, প্রস্রাব কম হওয়া, হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাওয়া ও আচরণে পরিবর্তন। এসব লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। শুধু জ্বর বা প্লেটলেট নয়, শিশুর সামগ্রিক আচরণ ও স্বাস্থ্যের পরিবর্তন নজরে রাখতে হবে।

... আরও পড়ুন ↗

আজকের শিরোনাম | একনজরে সব খবর | ↑ শুরুতে ফিরে যান

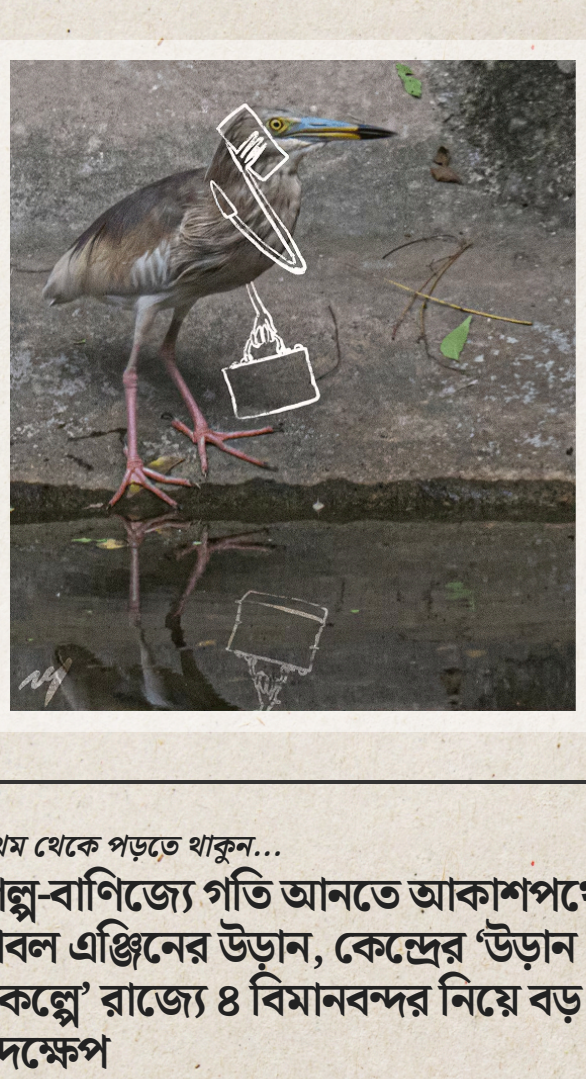

প্রথম থেকে পড়তে থাকুন...

শিল্প-বাণিজ্যে গতি আনতে আকাশপথে ডাবল এঞ্জিনের উড়ান, কেন্দ্রের ‘উড়ান প্রকল্পে’ রাজ্যে ৪ বিমানবন্দর নিয়ে বড় পদক্ষেপ

রাজ্যের শিল্পায়ন ও আঞ্চলিক অর্থনীতির উন্নয়নে নতুন দিশা উন্মোচনের লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার যৌথভাবে চারটি বিমানবন্দর ও সিভিল এনক্লেভের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিয়েছে। পুরুলিয়ার ছররা, পশ্চিম মেদিনীপুরের কলাইকুন্ডা, আলিপুরদুয়ারের হাসিমারা এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট—এই চারটি বিমানবন্দরকে কেন্দ্রের 'উড়ান' প্রকল্পের আওতায় আনার পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়েছে। ২৩ সেপ্টেম্বর নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হবে, যেখানে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ উপস্থিত থাকবেন। এই উদ্যোগের মাধ্যমে যাত্রী পরিবহণের পাশাপাশি শিল্প-বাণিজ্য, পর্যটন, বিনিয়োগ, হোটেল ও পরিবহণ পরিষেবা খাতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটবে বলে আশা করা হচ্ছে। কলাইকুন্ডা সিভিল এনক্লেভ পশ্চিম মেদিনীপুর ও সংলগ্ন শিল্পাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। হাসিমারা বিমানবন্দর উত্তরবঙ্গের পর্যটন ও বাণিজ্যিক যোগাযোগে নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে। ছররা বিমানবন্দর পুরুলিয়া ও পশ্চিমাঞ্চলের শিল্প-পর্যটনের যোগাযোগ বাড়াতে সহায়ক হবে। বালুরঘাট বিমানবন্দর দক্ষিণ দিনাজপুরের আঞ্চলিক অর্থনীতিকে বৃহত্তর বাজারের সঙ্গে যুক্ত করতে সক্ষম হবে। পরিকাঠামো উন্নয়নের এই পদক্ষেপ রাজ্যের শিল্পায়ন ও বিনিয়োগের পরিবেশকে আরও শক্তিশালী করবে। কেন্দ্র-রাজ্যের সমন্বয়ে আঞ্চলিক বিমান যোগাযোগ সম্প্রসারণের রূপরেখা স্পষ্ট হবে এবং ভবিষ্যতে রাজ্যের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে প্রশাসনিক মহল মনে করছে। এই প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন রাজ্যের শিল্প ও ব্যবসার গতিকে নতুন মাত্রা দেবে।

প্রথম থেকে পড়তে থাকুন...

কেউ ভেবেছিলেন রাজ্য ছাড়বেন, কেউ বলছেন ‘বেঁচে গেলাম’! তোলাবাজি বন্ধে আইন আনছে রাজ্য, কী বলছেন প্রমোটার থেকে অটোচালক?

রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গে তোলাবাজি ও সিন্ডিকেট রাজ বন্ধে নতুন আইন আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন রাজ্যের প্রমোটার, ব্যবসায়ী এবং অটোচালকসহ বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ। দীর্ঘদিন ধরে তোলাবাজি ও সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্যে রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। অনেক ব্যবসায়ী রাজ্য ছেড়ে যাওয়ার কথাও ভেবেছিলেন। তবে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে বলে দাবি করছেন ভুক্তভোগীরা। সূত্রের খবর অনুযায়ী, প্রস্তাবিত নতুন আইনে তোলাবাজিকে নির্দিষ্ট অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হবে এবং এর বিরুদ্ধে দ্রুত ও কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান থাকবে। থানায় অভিযোগ জানানো মাত্রই বিশেষ আইনের আওতায় পদক্ষেপ নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। বিজেপি নির্বাচনের আগে তাদের সংকল্পপত্রে তোলাবাজি ও সিন্ডিকেট রাজ নির্মূলের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ব্যবসায়ীরা মনে করছেন, নতুন সরকার আসার পর থেকে তোলাবাজি ও সিন্ডিকেটের উপদ্রব অনেকটাই কমেছে। আইন কার্যকর হলে তারা পুরোপুরি মুক্তি পাবেন বলে আশাবাদী। প্রমোটার ও ব্যবসায়ীরা জানান, পূর্বতন সরকারের আমলে নির্মাণ সামগ্রী, শ্রমিক কিংবা নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগেও সিন্ডিকেটের মাধ্যমে টাকা দিতে হতো। মানহীন মাল সরবরাহ ও আর্থিক হয়রানি ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। নতুন সরকার ও আইন কার্যকরের আশ্বাসে তারা স্বস্তি প্রকাশ করেছেন। শুধু ব্যবসায়ী নয়, অটোচালকরাও তোলাবাজি ও পুলিশের জুলুম থেকে মুক্তির কথা জানিয়েছেন। আগে রুটে চলতে গিয়ে নিয়মিত টাকা দিতে হতো ইউনিয়ন ও পুলিশের হাতে। এখন সেই অত্যাচার অনেকটাই কমেছে বলে দাবি তাদের। সর্বোপরি, নতুন আইন কার্যকর হলে রাজ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশ আরও স্বচ্ছ ও নিরাপদ হবে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের আশা। এটি রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

প্রথম থেকে পড়তে থাকুন...

ফের উত্তপ্ত তামেংলং, তিন দিনে পরপর হামলা ! মণিপুরে মৃত বেড়ে ৬

মণিপুরের পাহাড়ি অঞ্চলে সাম্প্রতিক সহিংসতার ঘটনা নতুন করে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। মঙ্গলবার রাতে কাংপোকপি জেলার চাওয়াংকিনিং নাগা গ্রামে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সশস্ত্র জঙ্গিদের হামলার খবর পাওয়া যায়। তারা অন্তত দুটি বাড়ি পুড়িয়ে দেয় এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গুলির বিনিময় ঘটে। এর আগে, একই দিনে লেইসাংফাই এলাকায় দুই কুকি মহিলাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। নিহতদের মধ্যে চোঙ্গা সিতলহৌ (৬০) ও কিমবোই সিংসন (৩০) ছিলেন, যাদের একজন জ্বালানি কাঠ সংগ্রহের সময় এবং অন্যজন কৃষিকাজে বাবা-মাকে সাহায্য করার সময় নিহত হন। এই হামলার পর আরও কয়েকজন গ্রামবাসী নিখোঁজ রয়েছেন। হামলাকারীরা কৃষিজমিতে কাজ করা সাধারণ মানুষকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় এবং বেশ কয়েকটি খামারবাড়ি ও কুঁড়েঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। স্থানীয় সূত্র NSCN-I-এর মতো সশস্ত্র সংগঠনের জড়িত থাকার অভিযোগ তুলেছে। কুকি-জো কাউন্সিলসহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ভিত্তিক সংগঠন এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে এবং সাধারণ নাগরিকদের লক্ষ্য করে হিংসার প্রবণতাকে অগ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্য করেছে। এই ঘটনা তিন দিনের মধ্যে তৃতীয় বড় হামলা, এর আগে টোলেন ও লংপি গ্রামে পৃথক হামলায় চারজন উপজাতি সাধারণ নাগরিক নিহত হয়েছিলেন। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও মৃতদেহ উদ্ধার করতে তুসেম ও তামেংলং থেকে রাজ্য পুলিশের দল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। নিখোঁজদের সন্ধানে অভিযান চলছে। সাম্প্রতিক এই সহিংসতা মণিপুরের পাহাড়ি অঞ্চলে নিরাপত্তা ও সামাজিক স্থিতিশীলতার ওপর বড় ধরনের প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

প্রথম থেকে পড়তে থাকুন...

প্রার্থী থাকলেও উপনির্বাচনে থাকবে না তৃণমূলের জোড়াফুল! প্রতীক জট নিয়ে কী বলছেন প্রাক্তন আমলা জহর সরকার?

নন্দীগ্রাম এবং রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন ঘিরে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে উত্তেজনা তুঙ্গে। তৃণমূল কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠী—একটি কালীঘাটপন্থী এবং অপরটি ঋতব্রতপন্থী—দুই পক্ষই নিজেদের প্রার্থী ঘোষণা করেছে এবং উভয়েই দাবি করছে তারা তৃণমূলের জোড়াফুল প্রতীকেই নির্বাচনে লড়বে। আজ ছিল মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। তবে, নির্বাচন কমিশনে এখনও জোড়াফুল প্রতীক নিয়ে দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি হয়নি, ফলে উপনির্বাচনে আদৌ এই প্রতীক থাকবে কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। প্রাক্তন আমলা ও রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ জহর সরকার জানিয়েছেন, প্রতীক বন্টনের ক্ষেত্রে ১৯৮৮ সালের নিয়ম অনুযায়ী দুই পক্ষের লিখিত বক্তব্য ও শুনানি হয়েছে, কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি। তাঁর মতে, কমিশনের পক্ষে উপনির্বাচনের আগে এই জট ছাড়ানো সম্ভব নয়, ফলে দুই গোষ্ঠীর প্রার্থীদের ফ্রি সিম্বলে (স্বাধীন প্রতীক) লড়তে হতে পারে। তিনি আরও বলেন, প্রতীক নিয়ে অতীতে বহু বড় দলের মধ্যেও পরিবর্তন হয়েছে, এবং বর্তমানে এটি সম্মানের লড়াই মাত্র। প্রচারের আধুনিক পদ্ধতিতে ভোটাররা প্রার্থীদের সহজেই চিনতে পারেন, ফলে প্রতীক বদল খুব একটা প্রভাব ফেলে না। জহর সরকার আরও উল্লেখ করেন, কমিশন থেকে প্রতীক পাওয়া মানেই কোনো গোষ্ঠী স্বীকৃতি পেয়ে গেল, এমন নয়। প্রতীক বিতর্ক দীর্ঘায়িত হলে কমিশন প্রতীক ফ্রিজও করে দিতে পারে, বা কোনো পক্ষকে দিলে অন্য পক্ষ আদালতে যেতে পারে—যেমনটা শিবসেনার ক্ষেত্রে হয়েছে। সব মিলিয়ে, নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর উপনির্বাচনে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীই সম্ভবত ফ্রি সিম্বলে লড়াই করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যা রাজ্য রাজনীতিতে নতুন দিক নির্দেশ করবে।

প্রথম থেকে পড়তে থাকুন...

১ পিস মুরগির ডিমের দাম হবে ১০ টাকা? কবে হতে পারে মূল্যবৃদ্ধি, আশঙ্কায় ব্যবসায়ীরা

ডিম, স্বল্পমূল্য ও সহজলভ্য পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে বাঙালি পরিবারের নিত্যদিনের খাদ্যতালিকায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। ডিম সেদ্ধ, ডিমের ঝোল কিংবা ওমলেট—বিভিন্নভাবে সহজেই রান্না করা যায় বলে এটি সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। বিশেষ করে মাসের খরচ সামলানো কিংবা অসুস্থতার সময়ে মুখের স্বাদ ফেরাতে ডিমের চাহিদা আরও বেড়ে যায়। তবে সম্প্রতি ডিমের বাজারে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে তুলেছে। কম দামে পুষ্টির জোগান দিতে ডিমের উপর নির্ভরশীল মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারগুলির জন্য এই মূল্যবৃদ্ধি বাড়তি চাপ তৈরি করছে। বাজার বিশ্লেষণে জানা গেছে, চাহিদার তুলনায় ডিমের যোগান কম থাকায় দাম বেড়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশে ব্যাপক হারে মুরগি মারা যাওয়ার ফলে উৎপাদন কমে যায়, যার সরাসরি প্রভাব পড়েছে পশ্চিমবঙ্গের বাজারেও। বর্তমানে পাইকারি বাজারে ১০০টি ডিমের দাম ৬০৫ থেকে ৬৩০ টাকার মধ্যে ঘোরাফেরা করছে, যেখানে এক মাস আগেও এই দাম ছিল ৫৬০ টাকা। খুচরো বাজারে প্রতি জোড়া ডিম বিক্রি হচ্ছে ১৪ থেকে ১৫ টাকায়। ব্যবসায়ীদের আশঙ্কা, শীতকালে ডিমের দাম আরও বাড়তে পারে এবং প্রতি পিস ১০ টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে প্রতিদিন প্রায় ৪ কোটি ডিমের চাহিদা রয়েছে। এর মধ্যে মাত্র দেড় কোটি ডিম রাজ্যে উৎপাদিত হয়, বাকিটা অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, পঞ্জাব ও হায়দরাবাদ থেকে আমদানি করতে হয়। প্রতিদিন ৬০-৬৫টি গাড়িতে প্রায় দুই লক্ষ ডিম করে রাজ্যে আসে। উৎসবের মৌসুম, বিশেষত গণেশ চতুর্থী থেকে দুর্গাপুজো ও কালীপুজো পর্যন্ত ডিমের চাহিদা ও দাম বাড়তে দেখা যায়, যা জানুয়ারি পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই পরিস্থিতিতে ডিমের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে উৎপাদন বাড়ানো ও আমদানির ওপর নির্ভরশীলতা কমানোর প্রয়োজনীয়তা বিশেষজ্ঞরা তুলে ধরেছেন। ডিমের মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের খাদ্যাভ্যাস ও পুষ্টি নিরাপত্তার ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলছে, যা সামগ্রিকভাবে সমাজ ও অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে।

নিউজ১৮ পেপারে সাবস্ক্রাইব করুন | টেলিগ্রামে ফলো করুন

© 2026 Network18 Media & Investments Limited